Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২২ ডিসেম্বর, ২০২০

৪৩ বর্ষ ৪১ সংখ্যা ২১ ডিসেম্বর, ২০২০, সোমবার, ৫ পৌষ, ১৪২৭

রাজ্জাক মণ্ডলের স্মরণে সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী, ১৮ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু দিবসের দিনেই সিপিআই(এম) যুক্ত বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাদেশিক কৃষক সভার অন্যতম নেতৃত্ব আব্দার রাজ্জাক মণ্ডল স্মরণে অনুষ্ঠিত সমাবেশে দলে দলে মানুষের ঢল নামায় তা শেষ পর্যন্ত জনসমুদ্রে পরিণত হয়। কোভিডে আক্রান্ত হয়ে গত ২৫ নভেম্বর প্রয়াত হন রাজ্জাক মণ্ডলের।

আজ পারাজে তাঁর বাড়ির অদূরেই পঞ্চায়েত অফিসের উত্তরের মাঠে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য তথা রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র সহ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, আভাস রায়চৌধুরী, অঞ্জু কর, প্রবীণ নেতা অরিন্দম কোঙার, প্রাদেশিক কৃষক সভার সম্পাদক অমল হালদার ও দলের পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক তথা স্মরণসভার সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক সহ পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও এরিয়া কমিটির সিপিআই(এম) নেতৃবর্গ।

'রাজ্জাক মণ্ডল অমর রহে' ধ্বনির মধ্যেই নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বহু মানুষ রাজ্জাক মণ্ডলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। অদিতি'র কণ্ঠে 'তুমি রবে নীরবে'র সুর মূর্ছনায় শুরু হয় স্মরণসমাবেশ। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন অচিন্ত্য মল্লিক। অবিভক্ত জেলায় সিপিআই(এম)-এর সংগঠনকে গড়ে তুলতে রাজ্জাক মণ্ডলের অক্লান্ত অবদান সম্পর্কে প্রারম্ভিক স্মৃতিচারণ করে তাঁর শূন্যতা পূরণে করণীয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন মদন ঘোষ। আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু দিবসের প্রাসঙ্গিকতায় সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন বাবরি মসজিদ ধ্বংসকারীরা আজ দেশের ক্ষমতায় বসে এ'রাজ্যের লুঠেরাদের বিকল্প হতে চাইছে। তৃণমূল তাসের ঘরের মতোই ভাঙছে, তার বিকল্প বিজেপি হতে পারে না, তাহলে মানুষের সর্বনাশ বহু পরিমানে বাড়বে। শুধু মাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জীবনের অনিশ্চিয়তাই নয়, আক্রান্ত হবে যেকোনো ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, আক্রান্ত হবে সকলের জীবন জীবিকা। পনেরো কোটি মানুষের কাজ গেছে, কালা কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে স্বাধীনতার পর শীতের কষ্ট ও প্রাণনাশের আশঙ্কা উপেক্ষা করে দীর্ঘতম লড়াইয়ে নেমেছেন লক্ষ লক্ষ কৃষক রমণীসহ সমস্ত অংশের কৃষকবৃন্দ। অথচ মোদি-শাহদের প্রভু আম্বানি-আদানিদের আজ পৌষমাস। তাই আজ বড় চ্যালেঞ্জ এ'রাজ্যের মানুষের কাছে, গলসীর মানুষের কাছে, এই দুই দক্ষিণপন্থী জনবিরোধী শক্তিকে জনবিচ্ছিন্ন করতে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে, মাটিকে চিনতে হবে, নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে, আমৃত্যু যে কাজ করে মানুষের মধ্যে আজো বেঁচে আছেন রাজ্জাকসাহেব। সেটাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।।

দ্বিতীয় প্রয়াণবার্ষিকীতে নিরুপম সেন স্মরণ

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি, বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৪ ডিসেম্বর : শিক্ষক নিয়োগ ইস্যুতে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে কালনা শহরে গীতাঞ্জলি মোড়ে যুব বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভ শেষে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। উল্লেখ্য উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় চরম দুর্নীতি হওয়ায় আদালত শিক্ষক নিয়োগ বাতিল করেছে। পাশাপাশি আদালত নির্দেশ দিয়েছে—নতুন করে ভেরিফিকেশন নির্দিষ্ট দিনে শুরু করতে হবে। ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সফল প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিতে হবে। এদিন যুবরা দাবি করেন আদালতের নির্দেশ মেনে শিক্ষক নিয়োগের কাজ শুরু করতে হবে। কোন রকমেই এই প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি করা যাবে না। পাশাপাশি অতীতের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতিতে যারা যুক্ত ছিলেন—তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এর কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে এই কর্মসূচি সংগঠিত হয়।

জীবন বাঁচাতে যুব নেতার রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৯ ডিসেম্বর : কালনা পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ড এর বাসিন্দা শিখা ঘোষ লিভারের সমস্যা নিয়ে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁর শরীরে রক্তস্বল্পতা থাকায় সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু রক্তের জন্য বলেন। কিন্তু কালনা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক সহ বিভিন্ন জায়গায় সন্ধান চালিয়েও রক্ত পাননি। এই খবর ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কালনা শহর আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক নেপাল সরকার পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কালনা হাসপাতালে ছুটে গিয়ে নিজেই রক্তদান করেন। এই রক্ত পাওয়ার পর ওই মহিলার জীবন সংশয় কেটে যায়। এই ব্যাপারে যুবনেতা নেপাল সরকার বলেন— দায়বদ্ধতা পালন করতেই আমি আজ রক্ত দিলাম। কালনা হাসপাতালে রক্ত সংকট কাটাতে আমাদের সংগঠন কালনা ১ নম্বর ব্লকের নিভৃজিতে শিবির করবে।

কল্যাণব্রতীর স্মরণে জনকল্যাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বর্ধমান শহরের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও পুরোধা প্রয়াত অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্যের প্রথম প্রয়াণবার্ষিকী পালিত হল। আজ তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে পথশিশু ও দুঃস্থ মানুষের জন্য দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বাজেপ্রতাপপুরে। ব্যবস্থাপনা করেছিল 'মানুষ মানুষের জন্য' ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। দুঃস্থ মানুষদের পাতে খাবার তুলে দেন প্রয়াত কল্যাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রী অধ্যাপিকা কল্যাণী ভট্টাচার্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। মানুষ মানুষের জন্য ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সেখ পিন্টু তাঁদের উদ্যোগকে অভিনন্দন জানান, এইদিন প্রায় চারশো মানুষ দ্বিপ্রাহরিক আহার করেন। সংস্থার পক্ষ থেকে ২৫ ডিসেম্বর গরিব ও দুঃস্থদের কম্বল বিতরণ করা হবে।

ট্রাক্টরের ধাক্কায় ছানা ব্যবসায়ীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ ডিসেম্বর : ট্রাক্টরের ধাক্কায় গতকাল রাতে এক ছানা ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়। ঘটনাটি ঘটে কালনার নিউ সিংরাইল গ্রামের কাছে বাঘনাপাড়া-কালনা সড়কে। মৃত সাতকড়ি ঘোষের (৪২) বাড়ি কালনা থানার বিজারা গ্রামে। সে রোজকার মতো এদিন রাতে সাইকেলে ছানা বোঝাই করে কালনার দিকে যাচ্ছিল। নিউ সিংরাইল গ্রামের কাছে অপর দিক থেকে একটি ট্রাক্টর তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে আজ কালনা হাসপাতলে ময়নাতদন্ত হয়।

দুয়ারে সরকার শিবিরে পদপিষ্ট হয়ে আহত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ১৫ ডিসেম্বর : দুয়ারে সরকার শিবির চলাকালীন পদপিষ্ট হয়ে কমবেশি আহত হন বেশ কয়েকজন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্বস্থলী এক নম্বর ব্লকের নসরতপুর পারুলডাঙ্গা উচ্চবিদ্যালয়ে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প চলাকালীন। ক্যাম্পে পদপিষ্ট হয়ে আহতদের উদ্ধার করে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং চাঁদপুর গ্রামীণ হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হয়। গুরুতর আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে দুয়ারে সরকারের ক্যাম্পের গেটের সামনে কয়েক হাজার মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েন। বেলা দশটার সময় ক্যাম্পের দরজা খুলতেই হুড়মুড়িয়ে লোক ভিতরে ঢুকতেই বিপত্তি। মানুষের স্রোত একটি নির্মীয়মান হাইড্রেনে আটকে পড়ে। পিছনের মানুষের ঠেলাঠেলিতে ড্রেনের মধ্যে পড়ে যায় বহু মানুষ। তার উপর দিয়ে মানুষ ছুটে গিয়ে লাইন দেওয়ার চেষ্টা করে। তাতেই আহত হয় বেশ কয়েকজন। আহতদের একজন শিশু বাকিরা প্রত্যেকেই বৃদ্ধা।

কুয়াশায় ক্ষতি আলুগাছের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ ডিসেম্বর : আবহাওয়া পরিবর্তন হতেই আলুগাছ আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। আলুগাছ উপর দিক থেকে ঝিমিয়ে পড়ছে। তাই অধিক দাম দিয়ে আলু চাষ করে চরম দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কালনার কৃষকরা। কালনা মহকুমা কৃষি দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের অভিমত পরপর কয়েকদিন কুয়াশা হওয়ার কারণেই আলু গাছের এই দশা। মহাকুমার এক কৃষি আধিকারিক পার্থ ঘোষ কৃষকদের উদ্দেশ্যে জানান—চিন্তার কোন কারণ নেই। রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া না থাকার কারণে গাছ খাদ্য তৈরি করতে পারে না। সেই কারণে আলু গাছ ঝিমিয়ে গেছে বা কিছুটা বৃদ্ধি কমে গেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া ফিরে এলেই গাছ ঠিক হয়ে যাবে। কালনা মহকুমার পাঁচ ব্লকে ষোল হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। নভেম্বর মাসে পরপর কয়েকবার নিম্নচাপের বৃষ্টির কারণে আলুচাষ কিছুটা পিছিয়ে গেছে। কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী জানুয়ারি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আলুগাছের বয়স দু' মাস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু চাষ নাবি হওয়ায় আলু গাছ তেমন বাড়েনি। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে এবার আলু উৎপাদন কিছুটা মার খাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আলু ঠিকমতো ধরার আগে যদি তাপমাত্রা বেড়ে যায়, তাহলে আলুগাছে নাবিধসা এসে যাবে। এই রোগ ছড়িয়ে পরলে আলুর বৃদ্ধি একেবারেই কমে যাবে।

নতুন চিঠি

২১ ডিসেম্বর, ২০২০

কৃষক আন্দোলন, শাহী সফর ও মিডিয়া

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী কৃষক আন্দোলন ২৫ দিন পার হল। আন্দোলনকারীদের বিপুল সংখ্যা মোদী-শাহের কপালে ভাঁজ ফেললেও এই হাড়কাঁপানো শীতে গতর খাটানো চাষাভুষোগুলো এতদিন গোঁ ধরে থাকবে ততটা ভাবতে পারেনি বাকচতুর ৫৬ ইঞ্চির ছাতি। সিংঘু সীমানা তো অবরুদ্ধ রয়েছেই, এবার দিল্লি-জয়রপুর রাস্তা অবরুদ্ধ হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের কৃষকরা দিল্লির পথে রওনা হচ্ছে। তালিমনাড়ুতে আন্দোলনের সমর্থনে পথে নেমেছে ডি.এম.কে। ইতিমধ্যে ২৯ জন আন্দোলনরত কৃষক শহিদ হয়েছেন। আন্দোলনকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে কৃষকনেতৃত্ব হিংসা বর্জন করে ২১ ডিসেম্বর থেকে রিলে অনশনের ডাক দিয়েছে। আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তিকে মজবুত করতে এক শিখ ধর্মগুরু আত্মোৎসর্গ করেছেন।

দিশেহারা কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমনের পথ বার করতে পারেনি। উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার আন্দোলনের মদতদাতাদের ৫০,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করেও একবগ্গা কৃষকদের মন ভাঙতে পারেনি। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিয়ে কৃষকদের মসীহা সাজতে চেয়েছেন—যেন কৃষকদের স্বার্থটা কৃষকদের চেয়েও তিনি বেশি ভালো বোঝেন। দিল্লি লাগোয়া হরিয়ানা পাঞ্জাবেই যেহেতু আন্দোলন তীব্রতর হয়েছে, শিখ মন জয় করতে প্রধানমন্ত্রী অগত্যা দিল্লির গুরুদোয়ারায় পুজো দিতে ছুটেছেন। কিন্তু এটা যে কূটকৌশল তা কৃষকরা হাড়ে হাড়ে জানে। তারা জনতার গোচরে এনেছে তাদের আন্দোলনকে কমজোরি করতে কেমন করে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। কখনো বিদেশ থেকে টাকা আসছে বলে কুৎসা করে, কখনো নেতাদের পেছনে ইনকাম ট্যাক্স বিভাগের ফেউ লাগিয়ে, কখনো কিষাণ একতা মঞ্চের ফেসবুক পেজ বন্ধ করার ব্যবস্থা করে কৃষকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার।

দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যম যখন এই কৃষক আন্দোলনের ক্রমবিস্তার নিয়ে খবর করছে, এরাজ্যের অধিকাংশ সংবাদ-মাধ্যমে ব্যস্ত ভ্রষ্টাচারী নেতাদের দলবদলের খবর নিয়ে। যে বিজেপি একসময় সারদা-নারদার কলঙ্কিত নায়কদের সাজার দাবি তুলে নিজেদের ধোয়া তুলসীপাতা বলে দেখাতে চেয়েছিল, তারাই সেই দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের নিয়ে 'সোনার বাংলা' গড়বার লক্ষ্যে রোডশো করছে। আর সেটাই মুখ্য খবর বলে প্রচারিত হচ্ছে ২৪ ঘন্টা। কৃষকপ্রেম দেখাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কোনো কৃষকের ঘর স্যানিটাইজ করে কী দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারছেন তা নিয়েই ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লান্তিকর আলোচনা চলছে। আসলে অন্য সব সীমানা না মানার সাহস দেখালেও কর্পোরেট কৃপাধন্য সংবাদমাধ্যম বাম-দক্ষিণের অদৃশ্য সীমানা টপকানোর সাহস কখনোই দেখাবে না। স্বস্তির কথা, কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব খবরের কাগজের বা বৈদ্যুতিন চ্যানেলের সমর্থনে তাঁদের আন্দোলন চালাচ্ছেন না। কর্পোরেট স্বার্থনুকূল কৃষি আইন প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে তাঁরা তাই বদ্ধপরিকর। আন্দোলনের চাপ বর্ধমান দেখে এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সহনাগরিকদের সমর্থন বাড়তে থাকায় মিডিয়াও সুর নরম করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের বিপুল অর্থভাণ্ডার সত্ত্বেও যাদের স্বার্থে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হচ্ছে ক্রোনি ক্যাপিটালিস্টরা সেই যে দেশের বৃহত্তর অর্থনীতির চালিকাশক্তি নয়, সে শক্তি যে রয়েছে দেশের অন্নদাতা কৃষকদের, সে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হচ্ছে। অর্থাৎ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এককাট্টা হলে যে শ্রেণিসংগ্রাম পুষ্ট হয় তা আবার প্রমাণিত হল। এই বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়েই দেশের ভবিষ্যৎ গড়ার চেষ্টা চালাতে হবে— নান্য পন্থা।

এক ডজন প্রশ্ন

১. 'ফটো থেরাপি'-র উদ্ভাবক কে ছিলেন? তিনি কবে জন্মান? কত সালে তিনি এই আবিষ্কারের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার পান?
২. কোথায় কবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাথে হেলেন কেলারের সাক্ষাৎ ঘটেছিল?
৩. 'ফোক টেলস্ অব বেঙ্গল' রচয়িতা কে ছিলেন? তিনি কবে কোথায় জন্মান?
৪. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্ফর আহমেদ কবে প্রয়াত হন?
৫. বিপ্লবী আসফাকউল্লার কবে ফাঁসি হয়? তাঁর সঙ্গে আর কার কার ফাঁসি হয়?
৬. ১৯৯৭ সালে হংকংকে চীনের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে কবে চুক্তি হয়?
৭. সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবে 'বন্দেমাতরম্' গানটি রচনা করেন?
৮. কবে কোথায় সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের মর্যাদা পায়?
৯. লর্ড ক্লাইভ বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন কবে?
১০. সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট নেতা জে ভি স্তালিন কবে কোথায় জন্মান? কবে তাঁর মৃত্যু হয়?
১১. ৮০০ বছর পর বৃহস্পতি গ্রহ এবং শনিগ্রহ কোণের মান শূন্য কবে এসেছে? কোন আকাশে কখন তা দেখা যায়? আবার কত বছর পর এই বিরল দৃশ্য দেখা যাবে?
১২. জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস কবে পালিত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

স্তালিনচর্চার প্রাসঙ্গিকতা

অরিন্দম কোঙার

আমাদের পৃথিবী

এই আমরা হচ্ছি পৃথিবীর অসংখ্য অগণন মানুষ— শ্রমজীবী মানুষ। তারা শ্রম দেয়, তারা সম্পদ সৃষ্টি করে, তারা পৃথিবীকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে তুলতে চায়, কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। মানুষ শ্রম দিচ্ছে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি হচ্ছে, নিত্য-নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, মানুষের উৎপাদন করার ক্ষমতা বাড়ছে। অথচ খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, কাজ ইত্যাদি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। ফলে দারিদ্র্য, বৈষম্য, অনাহার, নিরক্ষরতা, বেকারী সামগ্রিকভাবে বাড়ছে বৈ কমছে না। কেন?

আসলে সম্পদের সুষম বন্টন হচ্ছে না। সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের ঘরে জমা হচ্ছে এবং তা হচ্ছে শোষণের মাধ্যমে। তারা হচ্ছে শোষকশ্রেণি। তারাই আবার রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তাই তারাই আবার শাসকশ্রেণি। আর যারা শ্রম দেয়, সম্পদ তৈরি করে, তারা হচ্ছে শোষিত শ্রেণি। যেহেতু শোষকশ্রেণিই শাসকশ্রেণি, তারা একদিকে শোষণ করে আর অপরদিকে শোষিতশ্রেণিকে দাবিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। এই শ্রেণিশোষণের সর্বশেষ আর্থ-সামাজিক সমাজ হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজ। এই সমাজে প্রধান শোষিতশ্রেণি শ্রমিক শ্রেণি। তাছাড়া দেশে দেশে অন্যান্য গৌণ শোষকশ্রেণি ও শোষিতশ্রেণি থাকতে পারে। এই শোষকশ্রেণি ও শোষিতশ্রেণির সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই মানুষের লিখিত ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। এই ইতিহাস পুঁজিবাদে শেষ নয়, এ ইতিহাসের অগ্রগমন হবে শ্রেণিশোষণহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজে যার উত্তরণ ঘটবে শোষণহীন শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজে। কিন্তু তা আপনা-আপনি হবে না, তার জন্য শোষিত শ্রেণির সংগঠিত শক্তি চাই। সেই সংগঠিত শক্তি হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণির অগ্রণী বাহিনীর সংগঠন, কমিউনিস্ট পার্টি। বিপ্লবী পার্টি। সমাজ বিজ্ঞানের এই বৈজ্ঞানিক ধারণা দেন মার্কস (১৮১৮-৮৩), সঙ্গে থাকেন এঙ্গেলস (১৮২০-৯৫)। এই ধারণা-সম্বলিত সমৃদ্ধ মতবাদ হচ্ছে 'মার্কসবাদ'। মার্কসবাদ কোনো আপ্তবাক্য নয়, মার্কসবাদ প্রয়োগ করতে হয় এবং

প্রয়োজনে তার বিকাশ ঘটাতে হয়।

প্রয়োগ ও বিকাশ

পৃথিবীতে মার্কসবাদের প্রথম সার্থক প্রয়োগ ও বিকাশ ঘটান লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টি গড়ে তোলেন। বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে রাশিয়ায় স্বৈরাচারী জার শাসনের অবসান ঘটান। পশ্চাদ্‌পদ রাশিয়াকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে পরিণত করার সূত্রপাত ঘটান। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালে অপরিণত বয়সে লেনিনের মৃত্যু হয়। লেনিনের জীবিতাকালে তাঁর সমস্ত কাজে যুক্ত থাকেন এবং লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত লেনিনের অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে নেতৃত্ব দেন স্তালিন (১৮৭৯-১৯৫৩)। স্তালিনের নিজের ভাষায়, ''আমার কথা বলতে গেলে, আমি লেনিনের একজন সামান্য শিষ্য এবং আমার জীবনের লক্ষ্য হল তাঁর উপযুক্ত শিষ্য হয়ে ওঠা।'' (জার্মান লেখক এমিল লুডউগের সঙ্গে সাক্ষাৎকার)। লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিনই 'লেনিনবাদ'-এর সংজ্ঞা দেন। সেই সংজ্ঞা হচ্ছে—''লেনিনবাদ হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রমিক-বিপ্লবের যুগের মার্কসবাদ। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে লেনিনবাদ হচ্ছে সাধারণভাবে শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবের তত্ত্ব ও রণকৌশল, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণির একনায়কত্বের তত্ত্ব ও রণকৌশল (লেনিনবাদের ভিত্তি)।'' পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদ এবং পুঁজিবাদী সঙ্কট থেকে উদ্ভূত ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করতে নেতৃত্ব দানে স্তালিন ছিলেন অবিসংবাদী রণকুশলী। ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষায় স্তালিনের ভূমিকা ছিল অনন্য।

ইতিহাসের বিচারে

যোসেফ ভিসারিওনোভিচ স্তালিন (যুগাসিভিলি) মানব ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। জন্ম ১৮৭৯ সালের ২১ ডিসেম্বর রাশিয়ার গোরী শহরে এক দরিদ্র পরিবারে। বাবা ছিলেন চর্মকার। মা ছিলেন ধোপানী। বাবার মৃত্যু হয় ১৮৯০ সালে যখন স্তালিনের বয়স এগারো বছর। এই অবস্থার মধ্যেও স্তালিন প্রথাগত শিক্ষায় উৎকর্ষতার পরিচয় দেন। পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও তিনি নানা বিষয় চর্চা করেন, নানা ভাষা রপ্ত করেন। ১৮৯৫ সালে মার্কসবাদী রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ স্থাপিত হয়। মার্কসবাদ প্রচারের অভিযোগে ১৮৯৯ সালে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিফ্‌লিস থিওলজিক্যাল সেমিনারি থেকে বহিষ্কৃত হন, ১৯০৫ সালে লেনিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯১৭ সালে লেনিনের সঙ্গে স্তালিন রাশিয়ায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেন। স্বৈরাচারী জারের রাশিয়াকে গুঁড়িয়ে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন

—এরপর চারের পাতায়

সংখ্যালঘু অধিকার দিবসের ভাবনা

সেখ সাইদুল হক

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৯২ সালের ১৮ ডিসেম্বরের ঘোষণাপত্র মতো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সেইসব দেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে প্রতিবছর ১৮ ডিসেম্বর দিনটিকে সংখ্যালঘু অধিকার দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। ঐ ঘোষণাপত্র ছাড়াও ১৯৪৮ সালে গৃহীত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সনদে সংখ্যালঘুদের অধিকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘ তার মানবাধিকার সনদের ৩০নং ধারায় এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তির ২৭নং ধারায় প্রতিটি দেশে সংখ্যালঘু জনগণের অধিকারের বিষয়টি সুনিশ্চিত করার কথা বলেছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৯২ সালের ১৮ ডিসেম্বরের ঘোষণায় বলা হয়েছে প্রতিটি দেশ সেই দেশের ভূখণ্ডে ধর্মীয়, ভাষাগত, জনগোষ্ঠীগত, সংস্কৃতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে রক্ষা করবে তাদের নিরাপত্তাকে রক্ষা করবে এবং তাদের পরিচিতির প্রকাশ ও উন্নয়ন ঘটাতে উৎসাহ দান করবে। প্রসঙ্গত এটা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর সংঘ পরিবার মদত পুষ্ট উগ্র হিন্দুত্ববাদী শক্তি বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। রাষ্ট্রসংঘের এই ঘোষণার পিছনে সেটিও একটি কারণ হিসাবে কাজ করেছে। রাষ্ট্রসংঘের এই ঘোষণাকে মান্যতা দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ১৮ ডিসেম্বর দিনটিকে সংখ্যালঘু অধিকার দিবস হিসাবে পালন করে আসছে। সেই অর্থে ১৮ ডিসেম্বর দিনটি 'আন্তর্জাতিক সংখ্যালঘু অধিকার দিবস'-এ পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশেও জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন ওই দিনটি সংখ্যালঘু অধিকার দিবস হিসাবে ঘোষণা করে পালন করে চলেছে। বিভিন্ন সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই দিনটিকে সেই অর্থেই উদযাপন করে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে যখন ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ বাড়ছে, সংখ্যালঘুদের উপর, দলিত ও আদিবাসীদের উপর সংগঠিত আক্রমণ নেমে আসছে তখন এই দিনটির তাৎপর্য্য ও প্রাসঙ্গিতা আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আমাদের দেশ :

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যই হল আমাদের দেশের মর্মবাণী। আমাদের দেশে মূল আটটি প্রধান ধর্মগোষ্ঠী আছে। আছে দুই হাজারের বেশি জনগোষ্ঠী এবং ১৫টির বেশি প্রধান ভাষা। এত বিভিন্নতার মধ্যেও দেশে মিলনের বার্তা মুখ্য হয়ে উঠেছে। কবিগুরুর ভাষায় 'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'। সংঘ পরিবার এবং তাদের শাখা-প্রশাখা সমূহ, তাদের প্রচারক ও সেবকরা এই ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে। এটা নয় যে এই সরকারের পূর্ব জামানাগুলিতে ঐক্য ভাঙার ঘটনা ঘটেনি, ঘটেছে। বাবরি ভেঙেছিল ১৯৯২ সালে যখন নরসীমা রাওয়ের সরকার। কিন্তু পরবর্তীতে আবার বিরোধ অতিক্রম করে ঐক্য ভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দিল্লিতে মোদীর নেতৃত্বে যে সরকার সংঘ পরিবারের তত্ত্বাবধানে চলছে তা বিপদের মাত্রাকে এক চরম জায়গায় টেনে তুলেছে। সম্প্রীতি ভাবনাকে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলেছে। দেশের এবং আমাদের রাজ্যের বিগত ছয়-সাত বছরের ঘটনাবলীকে বিচার বিবেচনার মধ্যে রেখে এই দিনটি পালনের তাৎপর্য গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করতে হবে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ :

২০১৪ সালের মোদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরপরই সংঘ পরিবারের এজেণ্ডা অনুযায়ী শুরু হলো ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর বিশেষ করে মুসলিম এবং সেই সাথে খ্রিস্টানদের উপর পরিকল্পিত আক্রমণ। ফেসবুকে শিবাজীর ছবি বিকৃত করা হয়েছে এই অভিযোগে পুনেতে তথ্যপ্রযুক্তির সংস্থার কর্মী মহসীনকে ২০১৪ সালের জুনে পিটিয়ে মারা হলো। ঘর ওয়াপসির নামে প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা জবরদস্তি করে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেওয়ার

—এরপর চারের পাতায়

প্রয়াণবার্ষিকীতে নিরুপম সেন স্মরণ

সিন্ধুতীরের সন্ধানী

রজত বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ধমান রাজ কলেজের মাঠ, এন সি সি-র প্যারেড, কলেজজীবনের উত্তেজনা—হঠাৎ ধমক—'পা মিলছে না।' তাকিয়ে দেখি ছিপছিপে চেহারার এক যুবক সামনে দাঁড়িয়ে। বললাম, 'ভুল হয়ে গেছে।' পিঠ চাপড়ে বললেন, 'অন্যদিকে মন ছিল? ঠিক আছে, বি স্টেডি।' শ্যামলা রঙের সেই সিনিয়র ছাত্রটির মায়াবী চোখ যেন আমাকে নির্দেশ দিলো, আমি এগোতে লাগলাম, পা মিলিয়ে। পরে জেনেছি, তিনি খুব ভালো ছাত্র—এই অল্প বয়সেই প্রচুর পড়াশোনা— শিক্ষকরা তাঁকে খুব ভালোবাসেন। সেই প্রথম আলাপ নিরুপম সেনের সঙ্গে। সে এক দুরন্ত সময়। ছেষট্টির খাদ্য আন্দোলন, পরপর দুটি যুক্তফ্রন্ট সরকার। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-কোনো সমস্যায় এগিয়ে আসতেন তিনি। অনেকেই তখন কলেজে ছাত্র ফেডারেশন আর গ্রামে বিপরীত রাজনীতি করতো। তিনি বললেন, সব খবর নিতে হবে। আজও ভুলিনি, সংগঠনের সদস্যদের বাড়ির খবর আমাদের নখদর্পণে ছিল। কলেজজীবনের প্রথম দিকে আমি কবিতা, আবৃত্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম বেশি। ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য হলেও সাংগঠনিক কাজ খুব একটা করতাম না। একদিন তিনি সোজা চলে এলেন আমাদের বাড়িতে। সংগঠনের ইতিহাস, বর্ধমান জেলায় তার গড়ে ওঠা—সব কিছু সহজ করে বোঝালেন। দেখলাম, কঠিন বিষয়কে তিনি বোঝাতে পারেন অনায়াসে। সংগঠনে আমাকে সক্রিয় করলেন তিনি। তখন থেকেই তাঁর অনুরাগী হয়ে গেলাম। মার্কসবাদ, কমিউনিস্ট পার্টি—এসব নিয়ে কত আলোচনা হলো। তাঁর দেওয়া 'ম্যানিফেস্টো অফ দি কমিউনিস্ট পার্টি' এখনো আমার কাছে আছে। ১৯৬৭ সালে সর্বমঙ্গলা লাইব্রেরি থেকে কিনে আমাকে দিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকবারই ছাত্রপরিষদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। ছাত্রদের হোস্টেল আক্রান্ত হয়েছে—আমরা সেখানে রয়েছি—আর শান্তভাবে আমাদের পরামর্শ দিচ্ছেন নিরুপমদা। আরেকজনের নাম বলতেই হবে—মদন ঘোষ। মদনদা-নিরুপমদার যুগলবন্দীতে আমরা রীতিমতো উদ্দীপিত হতাম।

একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। নিরুপমদা, বিবেক হোমচৌধুরী, স্বাধীন চট্টোপাধ্যায় আর আমি একসঙ্গে বসলাম। লেনিনের 'কী করিতে হইবে' বইটি পড়া হলো। তার সঙ্গে প্রশ্নোত্তর। সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। অনেক কিছু প্ল্যান করা হয়েছিল। আজ মনে হয়, তখন আমাদের মধ্যে আবেগ বোধহয় বেশি সক্রিয় ছিল। চোখে স্বপ্ন ছিল—ভিয়েতনাম, কিউবা, চিন, সোভিয়েট ইউনিয়ন—সে এক অন্য সময়।

একদিন হঠাৎ দেখি দেওয়ালে দেওয়ালে মাও-সে তুং-এর উদ্ধৃতি লিখে পোস্টার—নকশালপন্থীদের। নিরুপমদা আমাদের সঙ্গে বসে পাল্টা বক্তব্য কী হওয়া উচিত বোঝালেন। প্রক্ষিপ্তভাবে কোটেশনগুলি ব্যবহার করা কেন অনুচিত—কোন্ প্রেক্ষিতে মাও এসব উক্তি করেছিলেন—সেসব আলোচনার পরে আমাদের পোস্টারে দেওয়াল ভরিয়ে দিলাম। এর পিছনে তাঁর যে তীক্ষ্ণ মতাদর্শগত অবস্থান কাজ করেছিল আজ তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। পরবর্তী সময়ে যে মার্কসবাদী তাত্ত্বিক নিরুপম সেনকে আমরা পেয়েছি, আজ মনে হয়, তার ভূমিকা বোধহয় তখনই লেখা হয়ে গিয়েছিল।

১৯৭০-এ বর্ধমান ছাড়ার পর মাঝে কয়েকবার দেখা হয়েছে ছাত্র-যুব অফিসে—অল্প সময়ের জন্য। তারপর সাতাত্তরে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর। আমার ধারণা, এই সাত বছরে তিনি আরও পরিণত হয়েছেন—মার্কসবাদে দীক্ষিত, তাত্ত্বিকভাবে সংগঠিত এক সংগ্রামী

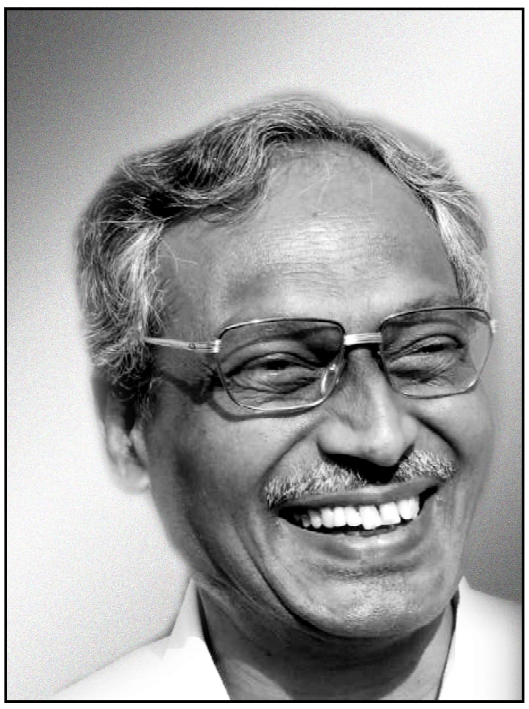

ব্যক্তিত্ব হিসেবে। চন্দ্রার কাছে শুনেছি যে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে সে বই নিয়ে আসতো নিরুপমদার জন্য।

তাঁকে আমি প্রশাসক হিসেবেও দেখেছি। রাইটার্সের অলিন্দে তাঁর সম্পর্কে এক শ্রদ্ধার ভাব ছিল সহকর্মীদের মধ্যে। বিশিষ্ট আমলারাও তাঁকে সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আমলারা মন্ত্রীদের কার্যকলাপ, পছন্দ-অপছন্দ সবকিছু নিবিড়ভাবে লক্ষ করেন, বিশ্লেষণ করেন ও সেইমতো বিভিন্ন সময়ে তাঁদের মতামত দেন। অনেক সময় তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে জটিল করে নোট দিয়ে মন্ত্রীমহোদয়ের নির্দেশ চান। একজন সুপরিচিত অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস অফিসার আমাকে বিভিন্ন মন্ত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে বললেন, নিরুপমবাবু গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফাইল সঙ্গে সঙ্গে ছাড়তেন না—একদিন সময় নিতেন—মনে হয় নীতিগত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আলোচনা করে নিতেন। সত্যি হতেও পারে, নাও হতে পারে—কিন্তু এটা বোঝা যায় যে, তিনি খুঁটিয়ে পড়ে, সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন।

অসাধারণ বক্তা ছিলেন তিনি। পার্টির সাধারণ সভায় তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের উদ্দীপিত করতো। সরকারের নীতি যখন ব্যাখ্যা করতেন, বিভিন্ন ইস্যুতে পার্টির অবস্থান যখন বিশ্লেষণ করতেন—তা শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের সম্মিলন কীভাবে করতে হয় তাঁর বক্তব্য শুনলে তা অনুধাবন করা যেত। একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলি। তখন আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। কোনো একটি অনুষ্ঠানে তিনি ইংরেজিতে বক্তব্য রাখলেন। আমি বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, নির্ভুল ইংরেজিতে এত সহজ করে তিনি বলতে পারেন! আসলে, বিষয়টি অধিগত থাকলে ভাষা কখনো প্রতিবন্ধক হয় না। কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এর পিছনে ছিল নিবিড় অনুশীলন, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে প্রস্তুত করার তাগিদ।

সুযোগ পেলেই সল্টলেকের ফ্ল্যাটে যেতাম। সাধারণ জীবনযাপন। তিনি চাইলে তাঁর মেয়ের জন্য যে-কোনো ভালো জায়গায় স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন, করেননি। মনে আছে, একবার দুর্গাপুরের এন.আই.টি-তে ও গিয়েছিল। সেখানের ডিরেক্টর ছিলেন আমার বন্ধু। উনি পরে আমায় বলেন যে, ও আপনার কথা বলে পরিচয় দিলো, বাবার কথা বললোই না। বুঝলাম এই শিক্ষা সে অর্জন করেছে নিরুপমদার কাছ থেকেই। তিনিও নিজেকে আড়ালে রাখাই পছন্দ করতেন।

২০১৩-র মার্চে ওঁর ছেলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রত্যেক দিন বিকেলে তিনি হাসপাতালের বাইরের চাতালে বসতেন। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ ভিতরে ব্যবস্থা করলেও তিনি সেখানে যেতেন না। বলতেন, 'এখানে বন্ধুরা আসে, কথা বলি, ভালো লাগে—আপনারা চিন্তা করবেন না।' ভিতরে ভিতরে যে একটা যন্ত্রণা, উদ্বেগ তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে আমি বুঝতে পারতাম। ওই বছরেরই নভেম্বরের একদিন হঠাৎ তাঁর প্রতিবেশী নাট্যপরিচালক সংগ্রাম গুহ-র ফোন : শুনেছো, নিরুপমদার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে—মৌলালির নিউরো ইন্সটিটিউটে ভর্তি। ছুটে গেলাম। আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি হলো, বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু সে অন্য নিরুপমদা—বিছানায় শোয়া। আমাকে দেখেই বললেন—'যাবার সময় হলো বিহঙ্গের' আবৃত্তি করবে? আমি বললাম, না, 'যেতে নাহি দিব'। আমি মাঝে মাঝেই যেতাম, কবিতা শোনাতাম। শেষদিকে প্রায় দেখতেই পেতেন না—গলা শুনে বলতেন, রজত? আমার চোখে জল এসে যেত। উনি পছন্দ করতেন প্রেম, প্রকৃতিকে নিয়ে লেখা কবিতা। রবীন্দ্রনাথের 'বোঝাপড়া' কবিতাটির কিছু অংশ শুনতে চাইতেন। অনেকেই এই নিরুপম সেনকে চেনে না, অবসর সময়ে কবিতার বই ছিল যাঁর সঙ্গী।

স্বপ্ন দেখার ও স্বপ্ন দেখানোর মতো মানুষ ক্রমশ বিরল হয়ে আসছে। এক জটিল সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি। আবেগহীন, সম্পর্কহীন এক নিষ্ঠুর সময়। অনেকেই ''জানে না কোথায় গেলে মানুষের সমাজের পারিশ্রমিকের / মতন নির্দিষ্ট কোনো শ্রমের বিধান পাওয়া যাবে; / জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে; / অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।'' (জীবনানন্দ দাশ : এই সব দিনরাত্রি)

নিরুপম সেন সারা জীবন সেই সিন্ধুতীরের সন্ধানেই পথ হেঁটেছেন।

ধ্রুবতারা

পার্থ মুখার্জী

''মেঘলা আকাশে নাই বা থাকুক তারা
দিক খুঁজে দেবে ঠিক ধ্রুবতারা।''

নিরুপমদার ভাবনাগুলো মহাসমুদ্রের মতো। সাধারণ কর্মীদের কাছে দু-একটা ঢেউ মাঝে মধ্যে এসে পড়েছে। বিশ্বায়ন তার পৈশাচিক দাপটে কিছুটা হলেও সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে কোণঠাসা করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমাজতন্ত্রের পতনের পরও নিরুপমদা অবলীলাক্রমে বলেছিলেন, হয়তো সাময়িকভাবে পিছু হেঁটেছে সমাজতন্ত্র কিন্তু ভাবনাগুলি হীনবল হয়ে যায়নি। তাই প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে মুক্ত সমাজ গড়ে তোলার তাগিদে বস্তুবাদী ইতিহাসচর্চার, রাজনৈতিক ও বৈপ্লবিক ভূমিকাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা ও জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের প্রয়োগ মার্কসবাদী ইতিহাস-চেতনার দিক উন্মোচন করে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পরও নিরুপমদা অনায়াস ভঙ্গিতে বলতে পারতেন, ''আজ যারা মিনারচূড়ায় দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ অনিবার্য বলে চিৎকার করছে, তাদের খুবই হতাশ হতে হবে। গোয়েবলসের কায়দা অনুসরণের আগে তাদের উচিত ছিল সমসাময়িক ইতিহাসটা পড়ে নেওয়া। মুক্তির হাতিয়ারে সমৃদ্ধ শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন নতুন নতুন বিজয় অর্জনের মাধ্যমে এগিয়ে চলবে, যতদিন না চূড়ান্ত বিজয় লাভ হয়।'' বৃহৎ পরিসরে বলা তার এই কথা প্রসঙ্গে খুব ছোট একটা বিষয় মনে পড়ে গেল। তখন পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার। ভূমিসংস্কারের কাজ চলছে তীব্র গতিতে। জমিদারদের চোরাই জমি খুঁজে বার করে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভূমিহীনদের মধ্যে। গোটা গ্রামাঞ্চলে তখন এক জনজাগরণ। জনজাগরণের সেই মুহূর্তে গ্রামকেন্দ্রিক কলেজগুলি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে আমরা এস.এফ.আই পরাজিত হলাম। আমরা বেশ হতাশ ছিলাম। নিরুপমদা বসেছিলেন পার্কাস রোডের পুরনো পার্টি অফিসে। অনেক কথার মাঝেখানে বললেন, ''কমিউনিস্টরা ছোট বড় অনেক যুদ্ধেই হারতে পারে, But the Last অর্থাৎ মূল লড়াইয়ের যুদ্ধে কমিউনিস্টদের জয় অবশ্যম্ভাবী। একটু বড় পরিসরেই আমাদের ভাবতে সাহায্য করলেন। বললেন, উত্থান বা পতন, অগ্রগতি বা বিপর্যয় এসব মার্কসবাদের চলার পথে একটি অঙ্গ মাত্র। মার্কসবাদের সূচনালগ্ন থেকেই এই আক্রমণ চলে আসছে।

১৯৮২ সালে নিরুপমদাকে প্রথম দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিমনাসিয়াম হলে সিপিআই(এম)-এর শহর লোকাল কমিটির প্রথম সম্মেলনে। সেই সম্মেলনের আগে আমি নিরুপম সেনের নাম শুনিনি। সেই স্বপ্নালু চোখের মানুষ আমার চোখে একটা নতুন স্বপ্ন জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। ১৯৮২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্র প্রার্থী ছিলেন শ্রদ্ধেয় বিনয় চৌধুরী। বর্ধমান শহরের সর্বমঙ্গলা পার্কে শুনেছিলাম তাঁর মণি-মুক্তো ছড়ানো, আবেগযুক্ত যুক্তিনির্ভর বক্তব্য। নিরুপমদা প্রকাশ্য জনসভায় এত ভালো বলেন তা এভাবে যে বলা যায় এ ধারণা আমার ছিল না। ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছিলাম রাজনীতিতে। ১৯৯০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ভেঙে পড়েছিল বার্লিনের প্রাচীর। ১৯৯১ সালের ২১ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি সাধন হয়েছিল। নিরুপমদা বলতেন, এতদিন সমাজতন্ত্রের সাফল্য প্রচার করেই উৎসাহ সৃষ্টি করেছি। জনগণের মধ্যে কিন্তু সাময়িক পশ্চাদপসারণের পর জনগণকে বোঝানোর কাজটি অনেক দায়িত্ব নিয়ে করতে হবে। বর্ধমান শহরে তখন পার্টির একটি লোকাল কমিটি ছিল। সেই লোকাল কমিটি ভেঙে গঠিত হয়েছিল তিনটি শহর লোকাল কমিটি। পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছিল জোনাল কমিটি। সেই শহর লোকাল কমিটির সম্মেলনে নিরুপমদা অনেক নতুন কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, ''এতদিন জানতাম, বুঝতাম বস্তু চেতনাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে চেতনাও বস্তুকে আলোড়িত করতে পারে।'' উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, সমাজতন্ত্র মানে আমাদের ধারণা আর্থিক দিক থেকে বোধহয় সবাই সমান, আসলে তা তো নয়। এই ব্যবস্থাতে যে যেমন কাজ করবে, সে ঠিক তেমনি মজুরি পাবে। চেতনাও বস্তুকে আলোড়িত করতে পারে এটা বোঝানোর জন্য একটি ছোট উদাহরণ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, মার্কিন দৌড়বিদ কার্ল লুইস অলিম্পিকে সোনা জিতে কয়েক লক্ষ ডলার বিজ্ঞাপন পেতে পারে। সরকারকে দেয় তার ট্যাক্সের পর বাদবাকি সঞ্চয় তার নিজের। আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের পোল ভল্টার বুবকা একইভাবে ওলিম্পিকে রেকর্ড করার পর সমপরিমাণ বিজ্ঞাপনের অর্থ সংগ্রহ করলে তা দিয়ে দিতে হবে সংশ্লিষ্ট সরকারকে। এক্ষেত্রে তার ভাবনায় যদি কার্ল লুইসের সঙ্গে তুলনা আসে, অবশ্যই নিজ সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন আসবেই। ফলত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা কখনও নির্দিষ্ট মডেল নয়। সে কোনো একটি জায়গায় থেমে থাকতে পারে না। তাকেও চিন্তার দিক থেকে চলমান হতে হয়।

বিগত শতাব্দীতে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এই দুই ব্যবস্থার সংগ্রামের মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে পুঁজিবাদ যেমন তার চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি তেমনি সমাজতন্ত্র বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে এখনও সক্ষম হয়নি। ২১ শতকের এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় সংঘাত জারি রয়েছে। লেনিন দেখিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদ শুধু পুঁজিবাদের চূড়ান্ত পরিণতিই নয়, তা সমাজ বিপ্লবের প্রারম্ভিক মুহূর্তও বটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদ কখনো নিজে থেকে খসে পড়তে পারে না। ইতিহাস থেকে আমরা যেমন শিক্ষাগ্রহণ করেছি, পুঁজিপতিরাও একই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করছে। নিরুপমদা বলতেন, পুঁজিবাদ আজ আমাদের মাথার ওপর চেপে বসেছে—মতাদর্শগত স্তরে, সামাজিক স্তরে, অর্থনৈতিক স্তরে, এমনকি সামরিক স্তরেও। মার্কসবাদীদের হাতে শক্তিশালী ও দৃঢ় মতাদর্শ থাকা সত্ত্বেও ধনতন্ত্রের মনমোহিনী ক্ষমতাকেও অস্বীকার করা যাচ্ছে না। মেধাকে ব্যবহার করেই এই কাজ তারা সুচারু রূপে সম্পন্ন করছে। তাই বর্তমান সময়ে সংগঠন স্তরে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে। এবং অবশ্যই তা মেধা স্তরে। সাংগঠনিক স্তরে যদি এ মেধাকে (মার্কসবাদী চর্চা) অর্জন করতে না পারি, পুঁজিবাদের অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক শিল্পরূপ জনগণকে সম্মোহিত করে রাখবে। বর্তমান যুগটিকে বলা হচ্ছে 'Revolution In Time'। ফলত একটি নতুন কোনো আবিষ্কার হলে তা ছড়িয়ে পড়ছে দেশ ও বিদেশে। কয়েকজন ব্যক্তির কেন্দ্রিকতা চরম ও পরম হয়ে উঠেছে। সংখ্যালঘুর মত বহুক্ষেত্রে অবদমিত

—এরপর চারের পাতায়

স্তালিনচর্চার প্রাসঙ্গিকতা

—দুয়ের পাতার পর

গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন। পৃথিবীতে প্রথম। জারের আমলে তিনি ৮ বার গ্রেপ্তার হন, ৬ বার নির্বাসিত হন। ৫ বার নির্বাসন স্থান থেকে পালিয়ে যান। ১৯২২ সালে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (১৯২৫ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)]-এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর তিনি সোভিয়েত সরকারের কর্ণধার হন। ১৯৫৩ সালের ৫ মার্চ মস্কোতে স্তালিনের মৃত্যু হয়।

লেনিনের অবর্তমানে স্তালিন অবশ্যই তাঁর ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে শক্তিশালী করতে, ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন থেকে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দুনিয়ায় শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটাতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই পুঁজিবাদী দুনিয়ার পারবাদাকদের কাছে স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিন্দিত। কিন্তু স্তালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে স্তালিনের সমালোচনা কুৎসার পর্যায়ে পড়ে। অনস্বীকার্য যে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাজে, পার্টি পরিচালনায়, রাষ্ট্র পরিচালনায়, কমিউনিস্ট নীতি অনুসরণে স্তালিনের বেশ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছিল যা অবশ্যই সমালোচনার যোগ্য। কিন্তু সেই সমালোচনা করতে হবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে পরিস্থিতি অনুযায়ী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনায় রেখে নেতিবাচক দিকগুলো বিশ্লেষণ করে। না-হলে সমালোচনা কুৎসা হয়ে যায়। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে তাই হয়েছে। ফলে তথাকথিত এই সমালোচনায় সমাজতন্ত্র আক্রান্ত হয়েছে, কমিউনিস্ট আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইতিহাসের বিচারে এই পৃথিবীকে রক্ষা করতে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করতে স্তালিনচর্চা অপরিহার্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাই লিখেছেন, ''তথাপি, এই ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও, সমগ্র মানবজাতির কাছে স্তালিনের নাম অমর হয়ে থাকবে সর্বকালের এক মহান মার্কসবাদী হিসাবে, চিন্তা ও প্রয়োগের এক শীর্ষব্যক্তিত্ব হিসাবে, সমাজতন্ত্রের স্বার্থে সমগ্র শ্রমজীবী জনগণের সেবায় উৎসর্গীকৃত এক মানুষ হিসাবে। মানবজাতির মুক্তির স্বার্থে তাঁর অবদান সারা বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেরণা জোগাবে।'' (স্তালিন উত্তরাধিকার)

—তিনের পাতার পর

ধ্রুবতারা

হয়েছে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা হাত তোলার ওপর ছেড়ে দিলে চলে না। মনে রাখতে হবে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা সামাজিক দ্বন্দ্বের নিরসনে সর্বক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আহরণ করে। তাই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা একটি রাজনৈতিক তত্ত্বও বটে।

নিরুপমদার ইতিহাসচর্চা ছিল প্রবল। তাই বর্তমানে থেকে তিনি ভবিষ্যৎকে অনায়াসে দেখতে পেতেন। ভূমিসংস্কারের একটি পর্যায় শেষ হবার পর বর্ধমান শহরের সংস্কৃতি হলে পার্টিকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ভূমিসংস্কারের কাজের একটি পর্যায়ের পর গরিব মানুষের কাছে নিবিড় সম্পর্ক রাখার জন্য। বলেছিলেন, সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলনে সমস্ত কর্মীদের ঝাঁপাতে হবে। হ্যারিকেনের আলোতেই তাদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত বলেছিলেন কর্মসংস্কৃতির কথা। সরকারি কর্মচারীরা, তাঁরা যেন মনে করেন তাঁরা জনগণের জন্যই। নিরুপমদা জোর দিয়ে বলতেন, বামপন্থীরা সরকারে থাকলেও বিরোধীরা এখনও ৪৭ থেকে ৪৮ শতাংশ ভোট পেয়ে চলেছে। কেন তা হবে! তা খোঁজার জন্য আমাদের পৌঁছাতে হবে প্রত্যেক ঘরে। আমাদের লক্ষ্য হবে গরিব মানুষ। সর্বাপেক্ষা জোর দিতে হবে সেই মানুষদের মতের ওপর যাদের বলা হয় 'Poorest of The Poor' তাঁর অনেক কথাই আমরা কার্যকরী করতে পারিনি। কিন্তু সরকারে নেই বলে মতাদর্শের প্রতি আস্থা হারালে চলবে না। নিরুপমদার সেই কথা, ''ছোটখাট যে কোনো যুদ্ধ আমরা হারতে পারি, BUT THE LAST।''

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ডাঃ নীলস্ রাইবার্গ ফিনসেন। ১৮৬০ সালের ১৫ ডিসেম্বর। ১৯০৩ সালে। ২. ফ্রান্সে, ১৯৩০ সালের ১৫ ডিসেম্বর। ৩. রেভারেন্ড লালবিহারী দে, ১৯২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর, বর্ধমান জেলা সোনাপলাসী গ্রামে। ৪. ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর, জন্ম ৫.৮.১৮৮৯। ৫. ১৯২৭ সালের ১৯ ডিসেম্বর, বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিসমিল, রাজেন্দ্র লাহিড়ি, ঠাকুর রোশন। ৬. ১৯৮৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর। ৭. ১৮৭৬ সালের ২০ ডিসেম্বর। ৮. ১৯৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর, সানফ্রান্সিসকোতে। ৯. ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বর। ১০. ১৮৭৯ সালের ২১ ডিসেম্বর, রাশিয়ার জর্জিয়ায়। মৃত্যু ৫.৩.১৯৫৩। ১১. ২০২০ সালের ২১ ডিসেম্বর। সন্ধ্যাবেলায় দক্ষিণ-পশ্চিম আকাশে। ২০৮০ সালে। তারপর ২৪০০ সালে। ১২) ২০ ডিসেম্বর।

সংখ্যালঘু অধিকার দিবসের ভাবনা

—দুয়ের পাতার পর

প্রচেষ্টা শুরু করা হলো। উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে ফ্রিজে গো-মাংস রাখার অভিযোগ তুলে সেখ একলাখকে পিটিয়ে মারা হলো। তারপর গোরক্ষার নামে পেহেলু খাঁ, জুনেইদ, আলাউদ্দিন সহ আরো ৭ জনকে মারা হলো। এই ধারা অব্যাহত। রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হলো মালদার কালিয়াচকের আফজারুলকে। তারপর লাভ জিহাদ বন্ধের নামে মুসলিম যুবকদের হিন্দু মেয়েদের সাথে প্রেম ভালোবাসার না করার হুমকি দেওয়া শুরু হলো। এখনতো এ বিষয়ে বিজেপি শাসিত কয়েকটি রাজ্য আইন এনেছে, প্রাপ্ত বয়স্কদের জীবনসঙ্গী বাছার সংবিধান প্রদত্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদের জেলে ভরতে চাইছে। মানবাধিকার সনদে ১৬ ও ১৮ নং ধারায় এ বিষয়ে প্রদত্ত অধিকার নসাৎ করতে চাইছে। তাৎক্ষণিক তিনতালাক প্রথা বন্ধের নামে একটি দেওয়ানী বিষয়কে মুসলিমদের ক্ষেত্রে ফৌজদারি বিধিতে পরিণত করা হলো। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করে রাজ্যকে ভেঙে কাশ্মীরি জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আক্রমণের নিশানা বানানো হলো। নাগরিকপঞ্জি বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে শাহীনবাগ আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনকে ব্যবহার করে হামলা চালানো হলো। জামিয়া মিলিয়ার আন্দোলনকারী নিরাপরাধ ছাত্র-ছাত্রীদের পুলিশ দিয়ে নির্মমভাবে পেটানো হল। সিএএ-এর বিরোধী আন্দোলনে শুধু মুসলিম সংখ্যালঘু নয়, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী ও বাম ও গণতান্ত্রিক, রাজনৈতিক নেতাদেরও নিশানা বানানো হলো। অনেককেই জেলে ঢোকানো হলো। উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে আন্দোলনরতদের উপর নির্যাতন করা হলো। উত্তরপ্রদেশে ডাঃ কাফিল খানকে জেলে ভরা হলো। জেএনইউ-এর ছাত্র নেতা উমর খালিদকে জেলে ভরা হলো। নাগরিকপঞ্জি-বিরোধী আন্দোলনে যুক্তদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ, এনএসএ-র মতো দানবীয় আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে গ্রেপ্তার করা হলো। এমনকি করোনার সঙ্গে দিল্লীর নিজামউদ্দিনের অনুষ্ঠানকে যুক্ত করে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালানো হলো।

২০২০ ফেব্রুয়ারির দিল্লির সাম্প্রদায়িক হিংসার তদন্তের নামে মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিশানা করা হলো। দিল্লি পুলিশ এক ষড়যন্ত্রের তত্ব খাড়া করে সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে ও সংবিধান রক্ষার দাবিতে যারা আন্দোলন করেছিলেন তাদের সকলকে মামলায় জড়িয়ে দিল। আর হিংসার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা দিল্লি পুলিশের ভূমিকাকে আড়াল করা হলো। উত্তেজক বক্তৃতা দিয়েছেন, হিংসার মদত দিয়েছেন এমন বিজেপি নেতাদের সম্পর্কে নীরবতা গ্রহণ করা হলো।

শুধু সংখ্যালঘু মুসলিমরাই নয় খ্রিস্টানরাও হিন্দুত্ববাদীদের আক্রমণের শিকার। উড়িষ্যাতে খ্রিস্টানপাদ্রী গ্রাহাম স্টেইনকে কিভাবে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তা আমরা জানি। মোদি ক্ষমতায় আসার পরপরই ৩৮টি চার্চে আগুন লাগানো হয়েছিল। সংঘ পরিবার সংখ্যালঘু শিখদের শিখ ধর্মকে আলাদা ধর্ম হিসেবে মানতে অস্বীকার করে। তারা বলার চেষ্টা করে শিখেরা হিন্দুধর্মেরই একটি অংশ। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মীবলম্বীদের ক্ষেত্রেও একই পথ নিয়েছে। বর্তমানে পাঞ্জাবের কৃষকদের কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে ধর্না আন্দোলনকে খালিস্তানি বলে কটুক্তি করছে। অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। এসবের প্রতিবাদ করতে যাওয়ায় দাভালকার, পানসারে, কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশকে খুন হতে হয়েছে। এখনও ভারভারা রাও, স্টানলি স্বামী সহ বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক ও দলিত আন্দোলনের সংগঠককে জেলে ভরে রেখেছে। বর্তমানে মোদি সরকার শিক্ষায় গৈরিকীকরণের মধ্য দিয়ে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাস চেতনাকে ভাঙতে চাইছে। নয়া ভারত গঠনের নামে হিন্দু ভারত গড়ে তুলতে চাইছে। হিটলারের উত্তরসুরীরা কর্পোরেট তোষণ ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনের মিশেল তৈরি করে ফ্যাসিবাদী পথে দেশ চালাতে চাইছে।

দলিত, এথনিক জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ :

গত ছয় বছরে দলিত, আদিবাসী এবং এথনিক জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ বেড়েছে। রোহিত ভেমুলা কাণ্ডে বিজেপির দলিতদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। গুজরাতের উনাওতে, উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে দলিতদের উপর তাণ্ডব চালানো হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে হাথরসের ঘটনা প্রমাণ করেছে দলিতদের ও দলিত নারীদের উপর কি ধরনের আক্রমণ হতে পারে। এটা জাতীয় লজ্জা যে সংঘ-ভক্তরা, ধর্ষক ও আক্রমণকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিজেপি শাসিত সরকারগুলি এই ঘটনাগুলিকে আড়াল করতে চেয়েছে।

মোদি সরকার গঠিত হবার পরপরই জনজাতি জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা এই আক্রমণের শিকার হয়েছে। দিল্লিতে মনিপুরের বাসিন্দা নিডো তানিয়ার মৃত্যু ঘটেছে। এরা মোঙ্গলয়েড মুখ্যাকৃতির জন্য চিঙ্কি বলে বিদ্রুপের শিকার হয়েছে ও হচ্ছে। সবক্ষেত্রেই অভিযোগের তির উঠেছে শ্রীরামসেনা, হিন্দুসেনা ইত্যাদি সংঘভক্ত সংগঠনগুলির দিকে।

আমাদের রাজ্যে :

আমাদের রাজ্যেও বর্তমান শাসকদল যে বিভেদ বিভাজনের রাজনীতি করছে তাতে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলি উৎসাহিত হচ্ছে এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সংখ্যালঘু উন্নয়নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতাকেই এই সরকার মদতপুষ্ট করছে। রাজ্যেগত কয়েক বছর কয়েক জায়গায় সাম্প্রদায়িক হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মোদী ও মমতার ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি আমাদের রাজ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ঐতিহ্য আছে তাকে ভেঙে ফেলতে চাইছে। সংখ্যালঘুদের প্রকৃত উন্নয়ন অপেক্ষা বর্তমান রাজ্য সরকার সংখ্যালঘু যুবকদের একটা অংশকে বিপথে পরিচালিত করে একটি লুম্পেন বাহিনী গড়ে তুলেছে। যারা তোলাবাজি করবে এবং দিদির হয়ে ভোট করবে। রাজ্যের শাসক দলের এই রাজনীতি আখেরে সংখ্যালঘুদেরই ক্ষতি করছে।

সংখ্যালঘু ঐক্য শ্লোগান নয় :

সংখ্যালঘু অধিকার দিবসের ভাবনা মানে সংখ্যালঘু ঐক্য শ্লোগান নয়। সংখ্যালঘু ঐক্যের ডাক কখনো সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষা করতে পারেনা। সংখ্যালঘুরা এক হও দাবি উঠলে সংখ্যাগুরুরাও এক হও এই দাবি উঠবে। সংঘ পরিবার এটাই চায়। তাই সোচ্চারে বলতে হবে সংখ্যালঘু জনগণের স্বার্থের বড় গ্যারান্টি হল ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের ঐক্য। দেশি-বিদেশী বিভিন্ন কর্পোরেট শক্তি অর্থও অস্ত্র দিয়ে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিচ্ছে যাতে লুণ্ঠন বজায় রাখতে দেশের জনগণের ঐক্যকে ভেঙে দেওয়া যায়। মোদি-মমতার রাজনীতির পরিসর ও আখ্যান এরাই তৈরী করে দেয়।

প্রান্তিকজনের অধিকার ভাবনা নয় :

সংখ্যালঘু অধিকার ভাবনাকে যেন আমরা প্রান্তিকজনের অধিকার ভাবনায় পরিণত না করি। এদের প্রতি করুনা বর্ষণ না করি। আমাদের মনে রাখতে হবে, সংখ্যালঘু অধিকারের দাবি কোন সম্প্রদায়গত দাবি নয়। এটি ধর্ম নিরপেক্ষ দাবি। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী মূল স্রোত ধারারই অংশ। আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিকাশের পটভূমিতে, স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্প কলায় ও ক্রীড়ার বিকাশের পটভূমিতে দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অবদান কোন অংশেই কম নয়। রাষ্ট্রসংঘের ব্যাখ্যায় মানবাধিকারের মৌল স্তম্ভগুলির একটি হল সংখ্যালঘু জনগণকে সংখ্যালঘু হিসাবে না ভাবা। সেই ভাবনা হতেই নিজ নিজ দেশের, সংখ্যালঘু জনগণের অধিকার এবং তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এটা দেখতে হবে যেন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সম সুযোগ হতে বঞ্চিত না হন। এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি আমরা। নয়া উদারবাদের প্রভাবে যত বৈষম্য বাড়ছে, ততই বিক্ষোভ বাড়ছে। আর তাকে বিপথে পরিচালিত করতে পরিচিতিসত্বার রাজনীতিকেই সামনে আনা হচ্ছে। সংখ্যালঘু অধিকার ভাবনার সময় এই বিষয়টি সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য রক্ষা করতে হবে।

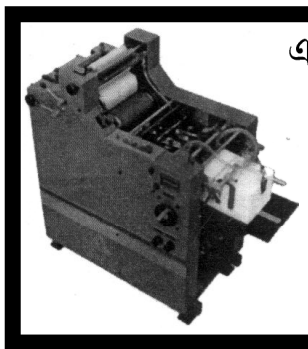

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

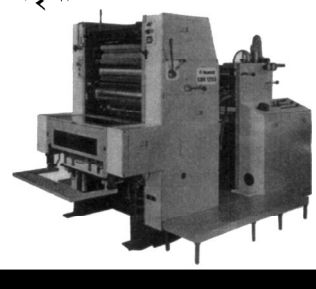

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা